বাতিঘর

অদিতি বসুরায়

(Cape Henry Light House)
তার পায়ের পাতায় নোনাবালির শেকড়।
তার চুলে, প্রবীন সিগালের খড়কুটো।

পুরনো জাহাজী বন্ধুরা—
আর কেউ নেই।
দেওয়ালের, শ্যাওলায় সে শোক
আঁকে ইদানিং—

শৈশবে সে আলো শিখেছিল
মেঘ থেকে। এখনও তার
আঙুলভর্তি বৃষ্টিবিলাস!
গভীর জ্যোৎস্নায় আজও সে নাবিকের জন্য
অপেক্ষা করে—
সারা দিন ঢেউ -এ ছড়ায় খোলামখুচি—

অনন্ত সময় পার হয় আলগোছে—।

যাত্রা

শাওন নন্দী

যেতে তো হবেই, বলো! — যেভাবে আকাশ চলে যায়
দিন থেকে মুছে ক্রমে রাত্রের গহিন অবকাশে
সেইভাবে সম্ভবত যে কোনো যাওয়াই অন্ধকার...
পূর্ব নির্ধারিত, তবু, কোনো যাওয়া নয় অনায়াসে!

যদিও ভোরের সাজে ফিরে আসে নতুন আকাশ
ফিরে আসে কিশলয়, নদী ফেরে মেঘের বাহারে—
নিদাঘের পরে আসে সুধামগ্ন অমোঘ বাদল
জোছনার পলিমাটি চাঁদ ভাঙে - গড়ে অন্ধকারে

প্রতিটি যাওয়ায় তবু ফিরে আসা প্রতিশ্রুত নয়...
সেহেতু প্রতিটি ক্লান্ত পদপাতে শিকড় ধ্বনিত
যত তারা ঝ'রে গেছে—সব ইতিকথা, নিরালোক
যেতে তো হবেই, জেনো — এ-নৈকট্য বিরহ-জনিত

অসামাজিক

তাপস কুমার চক্রবর্তী

তোমরা যেমন নিয়মের কথা লেখো
ও পথে তোমরা যেভাবে চলছো চলো
আমি বেহিসেবি বেপথু মাতাল এক
আমার রাস্তা দিনভর টলোমলো।

ঠিক বুঝে নাও হিস্যার কানাকড়ি
ঠিকভাবে চেনো ণ-ত্ব ষ- ত্ব দুটো
আমার মাথায় ঢোকে না সেসব বিধি
মাথায় আমার জঞ্জাল জটাজুটো

হুঁশ ফিরে এলে সেই কথাটাই বলি
সেটা তুমি মানো অথবা নাই বা মানো
সত্যি আমার এতটুকু নেই রুচি—
যাকে আজ তুমি সামাজিক বলো।

আবহমান

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাক বিকেল জুড়ে মুছে আসা রোদ খেলা করে
উঁকি দিয়ে যায় সেই মন - কেমনের ছেলেবেলা
আমি যদি ঝগড়ুটে শালিকের দলে গিয়ে পড়ি
তুই হবি একদম ঠিকঠাক সিপাহি বুলবুলি
বিকেল দিয়েছে ডুব তার ফলে কনে - দেখা আলো
কানে কানে বলে গেছে 'রে নিঠুর এই তোর ভালো
চেয়ে দেখ আকাশে যে বাঁকা চাঁদ আঁকা হয়ে গেছে
জানে ঠিক সাইকেল দাঁড়িয়েছে পুকুরের কাছে...
এই ভাবে যুগে যুগে অপেক্ষা থাকবে আমার
কখনো ধরবো হাত কখনো বা লুকবো আবার
তুই আর আমি আর ওই আকাশের বাঁকা চাঁদ
চিরদিন বুনে যাব অপরূপ এই মায়া - ফাঁদ
পৃথিবীতে যতবার বিকেল গড়াবে গোধুলিতে
ততবার আসবই আমি তোর মন চিনে নিতে
রোদ আর মেঘ আর চাঁদ আর আমি -তুই মিলে
আলো আর ছায়া আর মায়াময় এ মহা - নিখিলে
সারাটা পৃথিবী জুড়ে অনন্ত বিকেলের খেলা
মন - কেমনের উঁকি দিয়ে যাবে চির - ছেলেবেলা